C92

The Multiplier Effect

অর্থনৈতিক গুণক প্রভাব

এমবিএ শিক্ষার্থীদের একটি ক্লাসে মূল্য নির্ধারণ সংক্রান্ত একটি কেস স্টাডি নিয়ে আলোচনা চলছিল। আলোচনার এক পর্যায়ে এই প্রশ্নটি উঠে এল যে, কোনও পণ্য বা পরিষেবার প্রচার বা বিপনন করার জন্য বিকল্প কৌশল নেওয়া যায় কি না। অধ্যাপক শানবাগ এমন একজন শিক্ষকের প্রসঙ্গ তুলে ধরলেন, যিনি তৃণমূল পর্যায়ের অভিজ্ঞতার উপর লেখা ভারতীয় সাহিত্যের প্রচার ও প্রসারে সচেষ্ট ছিলেন। ওই শিক্ষক এমন সব সংক্ষিপ্ত কেস স্টাডি তৈরি করছিলেন, যা 'এমই' (ME), অর্থাৎ মোবাইল-সহায়ক—শিক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে আলোচনা করা সম্ভব। এর ফলে শিক্ষার্থীদের জন্য ছাপা কেস স্টাডি জোগাড় করার ঝক্কি পোহাতে হতো না। এই পদ্ধতির সুবাদে আলোচনার গতিপথ ও শিক্ষার্থীদের আগ্রহ অনুযায়ী কেস স্টাডিগুলোকে প্রয়োজনমতো ছড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছিল। পাশাপাশি, ই-বুক বা ডিজিটাল বইয়ের মাধ্যমে নতুন নতুন কেস স্টাডি যুক্ত করার ক্ষেত্রেও মোবাইল-সহায়ক—শিক্ষণ পদ্ধতিটি যথেষ্ট নমনীয়তা দিয়েছিল।

অধ্যাপক নরেন্দ্র মোহন কৌশলগত ম্যানেজমেন্ট (strategic management) সহজভাবে বোঝার উদ্দেশ্যে একগুচ্ছ বই রচনা করেছিলেন। এর মধ্যে ছিল ম্যানেজমেন্ট শিক্ষার জন্য 'কেস পদ্ধতি' বিষয়ক বই, কৌশলগত ম্যানেজমেন্টের উপর বিভিন্ন কোর্স ও কর্মসূচি পরিচালনার সহায়ক 'কেস বুক', অধ্যাপকদের জন্য 'কেস বিশ্লেষণ' বিষয়ক বই, কর্মরত ম্যানেজারদের উপযোগী একটি বই এবং সবশেষে, 'সমন্বিত চিন্তাশক্তি বৃদ্ধির' (Enhancing Integrative Thinking Ability) উপর রচিত একটি বই।

এই বইগুলো ছাপা এবং ই-বুক, উভয় সংস্করণেই অনলাইনে পাওয়া যেত। তিনি প্রচলিত বা প্রতিষ্ঠিত প্রকাশনা সংস্থাগুলোর মাধ্যমে বই প্রকাশ করতে চাইতেন না, কারণ নামী প্রকাশকদের কপিরাইট এবং অন্যান্য জটিলতার কারণে প্রশিক্ষকরা কোর্স বা কর্মসূচির পাঠ্যউপকরণ নিজেদের প্রয়োজনমতো সাজিয়ে নেওয়ার বা 'কাস্টমাইজ' করার স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হতেন।

অধ্যাপক কোনো ধরনের শিক্ষাদান বা প্রশিক্ষণের দায়িত্ব নিচ্ছিলেন না, এমনকি সাম্মানিক-ভিত্তিক কোনো কর্মকাণ্ডেও যুক্ত হচ্ছিলেন না। তবে, যখন তাঁকে একটি ম্যানেজমেন্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সম্মেলনে বক্তৃতার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হলো, তখন তিনি তাঁর কাজের ওপর মতামত জানার উদ্দেশ্যে সেই আমন্ত্রণটি গ্রহণ করলেন। এই সম্মেলনে আলোচনার বিষয়টির তাঁর সর্বশেষ প্রকাশিত বইয়ের সাথে সম্পর্ক ছিল। সম্মেলন থেকে ফিরে এসে তিনি আয়োজকদের উদ্দেশ্যে একটি ধন্যবাদসূচক চিঠি পাঠালেন।

অধ্যাপকের চিঠির বিষয়বস্তু দেখে আয়োজকরা কিছুটা বিস্মিত হলেন *(সংযোজনী-১ দেখুন)*। তারা ভাবলেন তিনি যা লিখেছেন, তা কি সত্যিই সম্ভব, নাকি এর কোথাও কোনো ব্যাকরণগত বা গাণিতিক ত্রুটি রয়ে গেছে? একজন ব্যক্তি কীভাবে ২৮,০০০ টাকা মূল্যের বই মাত্র ৭,১৫০ টাকায় বিক্রি করতে পারেন?

প্রশ্ন

Q1. চিঠিতে কি কোনো ভুল আছে? যদি না থাকে, তবে আপনিও কি তা পড়ে বিস্মিত?

Q2. যদি ভুল না-ই থাকে, তবে বুঝিয়ে বলুন কীভাবে ২৮,০০০ টাকা মূল্যের বইগুলো মাত্র ৭,০০০ টাকায় বিক্রি করা সম্ভব হলো?

Q3. শিক্ষক কেন মুদ্রিত বইয়ের পরিবর্তে ই-বই পাঠাতে চেয়েছিলেন? এর কি কোনো আলাদা সুবিধা রয়েছে?

Q4. নরেন্দ্র মোহন কি *সংযোজনী-২ -এ দেওয়া* চিঠিটি পাঠাতে পারেন?

সংযোজনী-১

প্রিয় ডঃ ওয়াদেকার,

আপনার প্রতিষ্ঠানে পরিদর্শনের জন্য কোনো পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে আমি অনিচ্ছুক ছিলাম, কিন্তু আমি পরে দেখলাম যে, ডঃ শ্রীবাৎসন আমার ব্যাগের ভেতর ১০,০০০/- টাকার একটি খাম রেখে দিয়েছেন।

সেটি ফেরত দেওয়ার মতো সময় আমার হাতে ছিল না, তাই আমি ভাবছিলাম—এখন কী করা যায়। বিষয়টি নিয়ে আমি গভীরভাবে চিন্তা করলাম এবং নিম্নোক্ত পদক্ষেপ নিলাম।

প্রাপ্ত অর্থ ১০,০০০/- টাকা

বাদ

19.02.19	ট্যাক্সি: বাসা থেকে ইন্দিরা গান্ধী দিল্লী বিমানবন্দর	৮০০ টাকা
20-21.02.19	খাবারের বিল (হোটেল আহমেদাবাদ)	৬০০ টাকা
21.02.19	ট্যাক্সি: হোটেল থেকে বিমানবন্দর	৯০০ টাকা
21.02.19	ট্যাক্সি: ইন্দিরা গান্ধী বিমানবন্দর থেকে বাসা	৫৫০ টাকা

মোট খরচ **২,৮৫০ টাকা**

অবশিষ্ট টাকা .. ৭,১৫০ টাকা

সিদ্ধান্ত — আগামী এক বছরের জন্য ভারতের ২৮০টিরও বেশি এমবিএ (MBA) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারে আমার ই-বুক—'Enhancing Integrative Thinking Ability' (যার মূল্য ১০০ টাকা)—এর একটি করে কপি প্রেরণ করা।

৮০টিরও বেশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এই বইয়ের বার্তা ছড়িয়ে দিতে সহায়তা করার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ।

এই পদক্ষেপটির সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় একটি অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় আমার মনে এসেছিল, যা আপনাদের জানানো আমার কাছে ফলপ্রসু মনে হয়েছে।

আমার ভ্রমণের জন্য আপনার প্রতিষ্ঠানের মোট ব্যয়:

বিমান ভাড়া	১৬,৮৩৯ টাকা
হোটেল থাকার খরচ (আনুমানিক)	৭,০০০ টাকা
সাম্মানিক	১০,০০০
মোট	**৩৩,৮৩৯ টাকা**

আমার কেনা টিকিটের বাতিল করার খরচ:

ব্যাঙ্গালোর-দিল্লি ও ব্যাঙ্গালোর-আহমেদাবাদ-দিল্লি ২০,০৪৬ টাকা

ব্যক্তিগত সফরের পরিবর্তে যদি স্কাইপ-এর মাধ্যমে (যা প্রশ্নোত্তর পর্বের সময় আমি বলেছিলাম) অনলাইনে আমার উপস্থাপনা করা হতো, তবে **মোট ৫৩৮৮৫ টাকা ব্যয় এড়ানো যেত**।

এই পরিমাণ অর্থ দিয়ে ভারতের প্রায় ২,১৫০টিরও বেশি এমবিএ প্রতিষ্ঠানে (২০১৮-১৯ সালে ভারতের মোট এমবিএ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রায় ৬৯%) উপরোক্ত ই-বুকটির একটি করে কপি তাদের গ্রন্থাগারে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হতো।

বিষয়টি অদ্ভুত, তাই না?

শুভেচ্ছান্তে,

আপনার বিশ্বস্ত,

মোহন

মোবাইল: (+91) 9453023432/ 7991323262/ 9415126367/9696561946

ডাঃ ওয়াদেকারের উত্তর

প্রিয় অধ্যাপক নরেন্দ্র মোহন,

আমি আপনার সাথে একমত।

স্যার, কথা দিলাম, আমরা 'eCopy' এবং 'Skype' সমাধানের মাধ্যমে এ বিষয়ে অবশ্যই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেব। স্যার, আপনার দিকনির্দেশনা ও সহযোগিতার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।

ওয়াদেকার

ডিরেক্টরের কাছে থেকে পাওয়া বার্তা

শ্রদ্ধেয় মহোদয়,

আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আপনার উপস্থিতি সত্যিই এক পরম সৌভাগ্যের বিষয় ছিল। আপনি এই অনুষ্ঠানটি অলঙ্কৃত করে আমাদের শিক্ষণ-প্রক্রিয়ায় অসামান্য গুরুত্ব ও সমৃদ্ধি যোগ করেছেন। আমি আপনার এমন একটি সেশন আয়োজন করার চেষ্টা করব, যেখানে কেবল অধ্যাপকরাই উপস্থিত থাকবেন।

শুভেচ্ছান্তে,

ডঃ এ. সিং
ডিরেক্টর